দৈনিক ইত্তেফাক

9

তারিখ ... FEB 06 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম [illegible]

ঢাকা বোর্ড সমীপেঃ সংশোধিত ফলাফল প্রকাশের আবেদন

আমি ১৯৯৯ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। ফলাফল বাহির হইলে টেবুলেশন শীটে দেখিতে পাই যে, আমি জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত। অথচ উক্ত বিষয়ে দুইজন পরীক্ষক আমাকে ২৩ নম্বর প্রদান করিয়া যৌথ স্বাক্ষরযুক্ত একটি নম্বর পত্র কেন্দ্র সচিবের নিকট দাখিল করেন। পরে নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রের সীল ও স্বাক্ষর দিয়া তাহা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় আমাকে অনুপস্থিত দেখাইবার ফলে আমি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে কেন্দ্র সচিবের নিকট হইতে উপস্থিতির প্রমাণপত্র সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করি ও কয়েক দিন পর পরই বোর্ডে গিয়া খোঁজ-খবর নিতে থাকি। শেষ পর্যন্ত জানিলাম, ইহা নাকি কম্পিউটার সেন্টারের কাজ। ভুল হইয়া থাকিলেও কম্পিউটারেই ভুল হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, আমাকে জীববিজ্ঞানে ফেল দেখানো হইয়াছে। কিন্তু জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক নম্বরসহ সর্বমোট ৫৮৩ নম্বর পাইয়াও ঐ ভুলের কারণে আমি ফেল করিব, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এই পরিণতি আমার পক্ষে কখনই মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার ফলাফল তদন্ত সাপেক্ষে জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

আলাল উদ্দিন খান,
পরীক্ষা কেন্দ্রঃ পূর্বধলা, কেন্দ্র কোডঃ ৩৯৭, রোল নম্বরঃ ১৬৭৩৪৪, রেজিঃ নম্বরঃ ৫৬১৯৫৬,
সেশনঃ-১৯৯৬, সাধুপাড়া উচ্চবিদ্যালয়, বিদ্যালয় কোডঃ ৮৪৩০,
গ্রামঃ সাধুপাড়া, ডাকঃ হোগলা, উপজেলাঃ পূর্বধলা, জেলাঃ নেত্রকোনা

সুপারিশ করিবার অধিকার তাঁহারা কোথায় পান?

বিজ্ঞাপন ব্যবসায় বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এক শ্রেণীর বিজ্ঞাপন শিকারীকে নানা ধরনের সংগঠনের স্মরণিকা, সংকলন ইত্যাদির নামে বিজ্ঞাপন চাহিয়া সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধরনা দিতে দেখা যায়। সবচাইতে উদ্বেগের কারণ হইতেছে, এইসব বিজ্ঞাপন শিকারীর আবেদনপত্রে একশ্রেণীর দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট জন এবং রাজনৈতিক নেতাকে সুপারিশ করিতে দেখা যায়। অনেক বিজ্ঞাপন গ্রহীতা আবার নিজেকে বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্তান বা আত্মীয় পরিচয় দিয়া থাকেন। যদিও ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার কোন রক্তের সম্পর্ক থাকে না। অনেকে আবার ভুয়া সীলমোহর তৈয়ার করিয়া নিজেরাই সই-স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইয়া দেন। এইসব সুপারিশের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন গ্রহীতারা বিভিন্ন অফিসে গিয়া নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন হইল, যেসব সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিজ্ঞাপনের সুপারিশ করেন তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের সুপা… কোন মূল্য দেওয়…

… ধরনের শিক্ষা সফর বন্ধ করিয়া দেওয়াই কি সঙ্গত নয়? এই ধরনের বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্রে সুপারিশ করিবার পূর্বে সবারই ভাবিয়া দেখা উচিত, তাঁহাদের এই কাজ কি চাঁদাবাজিকে উৎসাহিত করিতেছে না? যাঁহারা বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্রে সুপারিশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহারা যে প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপনের সুপারিশ করিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি কি তাঁহাদের আজ্ঞাবাহী? অথবা প্রতিষ্ঠানটি কি তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন? এইভাবে সুপারিশ করিয়া তাঁহারা কি তাঁহাদের পদমর্যাদার আপমান করিতেছেন না? অনেকে নাকি আবার অর্থের বিনিময়ে সুপারিশ করিয়া থাকেন। এই ধরনের সুপারিশকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

এম এ খালেক,
৪১০/বি, নয়াটোলা,
মগবাজার, ঢাকা।